ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের বাংলা বিভাগ আয়োজিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালা

হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি

২৭ কার্ত্তিক, সোমবার থেকে ৭ পৌষ, শুক্রবার; ১৪২৯

১৪ নভেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর, ২০২২

বাংলা বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

ভূমিকা

গ্রীক রাজা মিলিন্দ গিয়েছিলেন বৌদ্ধাচার্য নাগসেনের সঙ্গে দেখা করতে। নাগসেন মিলিন্দকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মহারাজ আপনি রথে চড়ে এসেছেন। কিন্তু রথ কী?' জবাবে রাজা বললেন, 'রথ হলো চাকা লাগানো একটা শকট, যা ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যায়।' নাগসেন জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে ঘোড়া কী রথ?' রাজা বললেন, 'না।' 'তবে চাকাগুলো কি রথ?' রাজা বললেন, 'না'। 'তা হলে শকট কি রথ?' রাজা বললেন 'না'। চাকা, ঘোড়া, শকটের মিলিত রূপ রথের সংজ্ঞা দেওয়া যদি এতো কঠিন হয়, প্রয়োজন হয় এত প্রশ্নের; তাহলে সংস্কৃতির উত্তর দেওয়া যে আরো কঠিন হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। সংস্কৃতি কী? উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এডওয়ার্ড টেলর সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা বিবেচিত হয় ধ্রুপদী সংজ্ঞা হিসেবে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী, মানুষের বিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং জ্ঞানের একটি সম্মিলিত প্যাটার্নকেই বলে সংস্কৃতি। ভাষা, সাহিত্য, ধারণা, ধর্ম ও বিশ্বাস; রীতিনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়মকানুন; উৎসব ও পার্বণ; শিল্পকর্ম; প্রতিদিনের কাজে লাগে এমন হাতিয়ার ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই সংস্কৃতি। সমাজের সদস্য হিসেবে মানুস যেসব শিক্ষা, সামর্থ্য এবং অভ্যাস আয়ত্ত করে—তাও সংস্কৃতির অঙ্গ। ঘোড়া, চাকা ও শকটের মতো সংস্কৃতির এইসব ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সহজেই চোখে পড়ে। যে রথ দেখেনি, রথে চড়ার অভিজ্ঞতা যার নেই তাকে যেমন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে না রথ নামক বস্তুটি কী তেমনই সংস্কৃতি-র স্বরূপকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যাবে না; ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না তার স্বরূপ। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট দেশের ও একটি নির্দিষ্ট কালের সংস্কৃতির মধ্যে বর্তমান রয়েছি; আমরা সেই সংস্কৃতির অঙ্গ। সংস্কৃতির সমস্ত উপাদানকে ব্যাখ্যা করে সংস্কৃতি বোঝা সম্ভব নয়; উপাদানগুলির বিশ্লেষণ করেও তাকে বোঝা সম্ভব নয়। তবে তাকে বুঝব কী করে?

বস্তুত সংস্কৃতি একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের প্রক্রিয়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার উপাদানগুলির চরিত্র পাল্টায়, এবং পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির রূপান্তরও ঘটে। প্রবহমান সময় যে অসংখ্য ফুল দিয়ে সংস্কৃতি নামক একটি মালা গেঁথেছে, সেসব ফুলের সৌন্দর্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে কিন্তু সমগ্র মালায় যে সৌন্দর্য এবং তার ছন্দ আমাদের চোখে স্পষ্ট করে পড়ে না। কিন্তু সে সৌন্দর্যকে অনুভব করা যায়; একটা সামগ্রিক চেহারা অনুমান করা যায়। সেজন্য সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনায় কোনো কথাই শেষ কথা হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের মতে 'বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস'। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ়-বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিলো তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজের মিলও ছিল না। তবু এর মধ্যে এক ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিতে যেসব অভিন্ন উপাদান আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বাংলা ণাষা। সমাজের ভিন্নতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা সব বাঙালির ভাষা এবং সে কারণে যখন থেকে বাংলা ভাষার উন্মেষ, তখন থেকে বাঙালি সংস্কৃতির সূচনা। সে হিসেবে বাংলা সংস্কৃতি তথা বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস এক হাজার বৎসরের অধিককালের নয়। বাংলা ভাষার জন্মলগ্ন থেকেই ধীরে ধীরে ভাষাকে কেন্দ্র করে বঙ্গ, সুহ্ম, গৌড়, বরেন্দ্রী, রাঢ় বা সমতটের মতো প্রাচীন ভূভাগগুলি একটি অখণ্ড দেশের রূপ পরিগ্রহ করে। এই হাজার বছরের বঙ্গীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের পুনরালোচনার মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় সংস্কৃতির নবরূপের সন্ধান লাভ করা সম্ভব হবে এই প্রত্যাশা থেকেই আমাদের কলেজের বাংলা বিভাগের 'হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি' শীর্ষক একটি বিশেষ ধারাবাহিক বক্তৃতামালার আয়োজন করছে।

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের বাংলা বিভাগ আয়োজিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালা

হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি

২৭ কার্ত্তিক, সোমবার থেকে ৭ পৌষ, শুক্রবার; ১৪২৯

১৪ নভেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর, ২০২২

বাংলা বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

সূচক বক্তৃতা

১৪ নভেম্বর, সোমবার; সকাল ১১.৩০ – ১২ টা

অধ্যাপক ড. দেবনারায়ণ রায়, অধ্যক্ষ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বক্তৃতাসূচি

অধ্যাপক শুক্তি চৌধুরী, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিষয়: ***প্রাকৃতপৈঙ্গল পাঠ***

তারিখ: ১৮ ও ২৫ নভেম্বর এবং ২ ডিসেম্বর; শুক্রবার

সময়: দুপুর ৩ থেকে ৪ টা

স্থান: বাংলা বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

অধ্যাপক শুভাশিস আচার্য, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, (গার্লস উইং)

বিষয়: **ভাষার ইতিহাস ও পরিচয় এবং লিপি**

তারিখ: ২ ও ৯ ডিসেম্বর; শুক্রবার

বিষয়: **বিজন ভট্টাচার্যের *নবান্ন***

তারিখ: ১৮ ও ২৫ নভেম্বর, শুক্রবার

সময়: দুপুর ২ – ৩ টা

স্থান: বাংলা বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

অধ্যাপক মৌসুমী পাত্র, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (গার্লস উইং)

বিষয়: **বৈষ্ণব পদাবলীর রসলোক**

তারিখ: ১৩ ও ২০ ডিসেম্বর; মঙ্গলবার

বিষয়: **আশাপূর্ণা দেবীর *প্রথম প্রতিশ্রুতি***

তারিখ: ২৫ নভেম্বর ও ৬ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার

সময়: দুপুর ১ – ২ টা

স্থান: বাংলা বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

অধ্যাপক ড. দেবাঞ্জন দাস, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিষয়: **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *শকুন্তলা***

তারিখ: ১৬, ২৩, ৩০ নভেম্বর; বুধবার

সময়: দুপুর ২.৩০ থেকে ৩.৩০ টা

স্থান: বাংলা বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

অধ্যাপক শৌভিক বিশ্বাস, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিষয়: **জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* পাঠ**

তারিখ: ৩০ নভেম্বর ও ১৪ ডিসেম্বর; বুধবার

সময়: দুপুর ১ থেকে ২ টা

স্থান: বাংলা বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

অধ্যাপক ঐন্দ্রিলা সেন, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিষয়: **বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস: নবম-দশম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী**

তারিখ: ১৪, ২১, ২৮ নভেম্বর; সোমবার

সময়: দুপুর ১২ – ১ (১৪ নভেম্বর)

সকাল ১১ থেকে দুপুর ১২ টা (২১ ও ২৮ নভেম্বর)

স্থান: বাংলা বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

অধ্যাপক পম্পা হেমব্রম, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, (গার্লস উইং)

বিষয়: **মঙ্গলকাব্য, শাক্ত, নাথ ও আরাকান রাজসভার সাহিত্য**

তারিখ: ১৮ ও ২৫ নভেম্বর; শুক্রবার

সময়: দুপুর ১ – ২ টা

বিষয়: **মধুসূদন দত্তের *বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ***

তারিখ: ৯ ও ২৩ ডিসেম্বর, শুক্রবার

সময়: দুপুর ২ – ৪ টা (৯ ডিসেম্বর),

দুপুর ২ – ৩ টা (২৩ ডিসেম্বর)

স্থান: বাংলা বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

অধ্যাপক শতাব্দী দাশ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

বিষয়: **বাংলার ধর্মীয় ও দার্শনিক ঐতিহ্য: নবম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী**

তারিখ: ২২ ও ২৯ নভেম্বর; মঙ্গলবার

সময়: দুপুর ২ – ৩ টা

স্থান: বাংলা বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ